ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

দামুড়হুদা উপজেলায় ৩৭৫ জনের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করলেন উপজেলা প্রশাসন

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনে কর্মহীন ৩৭৫জন মটর শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন। রবিবার বেলা ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক চুয়াডাঙ্গার নির্দেশে ও ২৫৭ জন মটর শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসহায়তা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

আরও উপস্থিত ছিলে দামুুড়হুদা উপজেলাা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ। জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টনসহ স্থানীয় রাজনৈতি ও সামাজিক নেতৃবৃন্দর অনেকে।

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরণের পরিবহণ শ্রমিক, সেলুন কর্মী, স্বর্ণকার কর্মী, সাইকেল মেকার, কাঠ মিস্ত্রী, দোকান কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৩৭৫ জন ব্যক্তিকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় আগত মটর শ্রমিকদের মাঝে উক্ত খাদ্য সহায়তা

প্রদানের এসময়, উপস্থিত অতিথিরা বলেন করোনাভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষকে এই সংক্রামনের হাত থেকে বাঁচাতেই লকডাউনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে জেলা প্রশাসন। জীবনের মূল্যে অনেক বেশী, আপনারা স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবেন, নিজে এবং নিজের পরিবারসহ সমাজকে বাঁচাতে সকল সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন। দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। সকল শ্রেনী পেশার কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত ভাবে থাকবে

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২০০ ইজিবাইক চালক পেলেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২০০ ইজিবাইক চালকদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ১০ কেজি চাউল ও ৫০০ টাকা উপহার দেওয়া হয়েছে।

রবিবার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপহার সামগ্রী তুলে দেন ইজিবাইক চালকদের হাতে।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মজিবর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম,

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র জনাব আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব সেলিম রেজা পিএএ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এসএম শাহীন সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

অসহায় ভ্যান চালকের পাশে দাঁড়ালো ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক

ঝিনাইদহে অসহায় ভ্যান চালক আশাদুল হককে ২০ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করলেন জেলা প্রশাসক জনাব মো: মজিবর রহমান।

রবিবার সকালের দিকে জেলা প্রশাসক কার্যলয় প্রাঙ্গণে আশাদুলের নিকট ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা চেক তুলে দেন জেলা প্রশাসক। ঝিনাইদহহের কোটচাঁদপুর উপজেলা দোড়া ইউনিয়নের পাচলিয়া গ্রামের মো: জুমার আলীর ছেলে মো: আশাদুল হক।

পেশায় ছিলেন ভ্যান চালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি

ছিলেন তিনি। এক বছর আগে তার পায়ে ক্ষত দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তা এখন বড় আকার ধারণ করেছে। তার দুটো পা-ই কেটে বাদ দিতে হবে।

ডাক্তার দেখাবেন, ওষুধ খাবেন সে টাকা পয়সাও নেই। অবশেষে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমানের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন করেন তিনি।

জেলা প্রশাসক মহোদয় তাকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা পিএএ।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের ফলজ বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলমের নিজ উদ্যোগে করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুলিশ লাইনের মধ্যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রোববার সকালে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার উন্নত জাতের পেঁপে গাছ রোপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পুলিশ লাইন্সের অফিসার ও ফোর্সের উপস্থিতিতে পুলিশ সুপার সারিবদ্ধভাবে ৬’শত ‘রেড লেডী তাইওয়ান’ জাতের পেঁপে গাছ রোপণ করেন এবং প্রাথমিকভাবে গাছের পরিচর্চা করেন।

ফলজ বৃক্ষের মধ্যে পেঁপে একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। পেঁপে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ইহাতে প্রচুর পরিমানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিটা ক্যারোটিন, ফ্লেভানয়েড, ক্রিপ্টোক্সান্থিন আছে। এছাড়াও আরো অনেক পুষ্টি উপাদান আছে যেগুলো শরীরের জন্য খুবই উপকারী। পুষ্টিগুন বিবেচনায় পেঁপে অনেক ফলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ফোর্স ও অফিসারের সামগ্রিক কল্যানের কথা বিবেচনা করে পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া পেঁপে গাছ রোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ

করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন-মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), মোঃ আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল কুষ্টিয়াসহ অফিসার ইনচার্জ, কুষ্টিয়া মডেল থানা, আর.ও.আই, আর.আই, টিআই-০১, সদর ট্রাফিক, কুষ্টিয়া, ওসি ডিবি,জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ও জেলা পুলিশের সকল অফিসার ও ফোর্সগণ।

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষিকা দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

প্রায় কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুন দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক কুষ্টিয়া।

রবিবার দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছেন।

মামলার এজাহার নামীয় সন্দিগ্ধ আসামিরা হলেন- রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার মিয়ার ছেলে সাবেক কুষ্টিয়া জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বর্তমানে রংপুরে কর্মরত আশারাফুল আলম এবং তার স্ত্রী রংপুর সদর উপজেলার রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা. আয়শা খাতুন।

মামলার এজাহার সূত্রের বিবরণ দিয়ে দুদকের কৌঁসুলি অ্যাড. আল-মুজাহিদ মিঠু জানান, প্রথম মামলায় আনীত অভিযোগে সাবেক জেলা

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম তার কর্মজীবনের ১৯৮৯ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত প্রায় ৩৬ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।

২য় মামলায় আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী আয়শা খাতুন যৌথভাবে কর্মজীবনের ১৯৯৫ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে প্রায় ২১ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ করেছেন বলে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। আসামিদের দখলে থাকা প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তির মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সম্পত্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত।

যা ২০০৪ সালের দুদক আইনের দ:বি: ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪(২ ও ৩) তৎসহ ১০৯ ধারায় অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়।

কুষ্টিয়ায় স্কুল খোলা রেখে পরীক্ষা, ক্লাসে হাজির ইউএনও

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার অপরাধে কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি বেসরকারী এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার সকালে উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে এ জরিমানা করেন মিরপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

ইউএনও লিংকন বিশ্বাস জানান, করোনা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। সরকারি এ নির্দেশনা অমান্য করে বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নার্সারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একত্র করে

ক্লাস পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেখানে প্রায় ৭০জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এ

মন গোপন সংবাদ পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার দায়ে এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০ এর আওতায় ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন বাড়ল ১ জুলাই পর্যন্ত, নতুন শনাক্ত ৬৭

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কুষ্টিয়া জেলায় চলমান লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। আপাতত আগামী ১ জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

রোববার রাত আটটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০ জুন রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে জেলাজুড়ে লকডাউন শুরু হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলায় সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, শপিং মল, দোকান, রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকান বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় (মুদি) পণ্য ও ওষুধের দোকান সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।

লকডাউন চলাকালে সব পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনকেন্দ্র বন্ধ থাকবে। আন্তজেলা ও দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ইজিবাইক, থ্রি-হুইলারসহ সব যান্ত্রিক যানবাহন বন্ধ থাকবে। সব সাপ্তাহিক হাট ও গরুর হাট বন্ধ থাকবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা, চিকিৎসাসেবা, মরদেহ দাফন বা সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে যাঁরা ঘর থেকে বের হবেন, তাঁদের অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন কৃষি উপকরণ, খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন, ত্রাণবিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি তেল ও ফায়ার সার্ভিস চালু থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবেন। এদিকে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জানা যায়, গতকাল কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়া জেলার ১২৫ টি স্যাম্পলের টেস্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭টি স্যাম্পলের ফলাফল পজিটিভ এসেছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কুষ্টিয়ায় গত পরশুদিন ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। জেলায় এটিই এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত। লকডাউনের গত ৬ দিনে জেলায় ৭৬৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৩২ জন। চিকিৎসা –সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সঠিক সময়ে লকডাউন না দেওয়া ও বাস্তবায়ন না করায় এমন হতে পারে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্য বিধি না মানায় ১৩ টি মামলায় ১৫ জনকে ৫ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। রবিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলাতে (কোভিড-১৯)করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার, দর্শনা, জয়রামপুর, কার্পাসডাঙ্গা, নাটুদার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় মাস্ক পরিধান না করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ১৩ টি মামলায় ১৫ জনকে ৫ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, কয়েকদিনের ব্যবধানে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদার মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা।

করোনা প্রতিরোধ ও মৃত্যুহার রোধে ঝিনাইদহে বিএনপির স্মারকলিপি পেশ

ঝিনাইদহে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধ ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি রোধে জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্য বিভাগের করণীয় বিষয় স্মারকলিপি পেশ করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগমের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর

রহমান, সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহবায়ক জাহিদুজ্জামান মনা, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, কৃষকদল নেতা আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা ও থানা বিএনপির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন আলম।

বিএনপি নেতৃবৃন্দ এ সময় করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে পর্যাপ্ত টিকা বিনামুল্যে প্রদাণের ব্যবস্থা, সার্বিক চিকিৎসা সেবার জন্য অধিক সংক্রমন বৃদ্ধি অঞ্চল হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ, প্রতিটি জেলায় অসুস্থ, বৃদ্ধ, চলাচলের অনুপযোগী রোগীর করোনা টেস্টোর জন্য বাড়ীতে যেয়ে নমুনা সংগ্রহ ও সরকারি খরচে টেস্টের ব্যবস্থা করাসহ ৭টি পরামর্শ সম্বলিত পরামর্শ স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন।